জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৪ • ২ নভেম্বর, ২০২৪

AYUSH GUPTA
Director, Instafix Pvt. Ltd.

# মোবাইল প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনী ক্ষমতা অপরিহার্য, বলছেন ইন্সটাফিক্স কোম্পানির আয়ূষ গুপ্তা

হাতের মুঠোয় সারা দুনিয়া। মানুষের কাছে মোবাইল ফোন থাকা মানে তাঁর কাছে আকাশের চাঁদ পাওয়ার সামিল। হাওড়া থেকে হনুলুলু কিংবা বসিরহাট থেকে বুয়েনস আয়ার্স, এক নিমেষে সব খবর হাতের মুঠোয়।

মোবাইল এমন এক প্রযুক্তি যা নিয়ে মানুষের আগ্রহ দিনদিন বাড়ছে। শুধু নিত্যনতুন মোবাইল ব্যবহারই নয়, এটি শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের জানার শেষ নেই।

সেই জানার আগ্রহ থেকেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা মোবাইলের নানা কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন। সেদিক থেকে জর্জ টেলিগ্রাফের মোবাইল প্রযুক্তি কোর্স খুবই জনপ্রিয়।

জর্জ তাদের মোবাইল প্রযুক্তি ট্রেনিংয়ের জন্য যুক্ত হয়েছে গোলপার্কে ইনস্টাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে। ওই সংস্থার কর্ণধার আয়ূষ গুপ্তা জানালেন, ‘‘আমরা সাধারণত রিয়াল লাইফ ট্রেনিং দিয়ে থাকি। আগে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, না হলে এই ট্রেনিংয়ে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা কাজে লাগবে না।’’

সাউট পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তনীর ব্যাখ্যা, ‘‘মোবাইলের ফিচার শেষ হওয়ার নয়। সব শেখা সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের চাহিদা বুঝতে হবে, তাঁদের লক্ষ্যপূরণ করার জন্য ভাল শিক্ষার অভাব রয়েছে। জর্জ এদিক থেকে ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই।’’

আয়ূষ মনে করছেন, ‘‘স্কিল না বাড়ালে মোবাইল প্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়বে। মোবাইল প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশুনাই বাকিদের থেকে জর্জের শিক্ষার্থীদের এই কাজে এগিয়ে দেবে।’’

ওই ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে শিখিয়ে দিচ্ছেন কারিগরি শিক্ষাবিদরা। কলকাতায় মোবাইল সাম্রাজ্যের অন্যতম নামী স্টকিস্ট তাদের উপলব্ধি থেকে জানিয়েছেন, ‘‘মোবাইলের কাজ শিখে অর্থ উপার্জন করছে বহু মানুষ। এটা আরও একটা দিক থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ এখনকার দিনে প্রযুক্তি এতটা এগিয়ে গিয়েছে যে উদ্ভাবনী শক্তি না থাকলে সেই শিক্ষার্থী একই তিমিরে পড়ে থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ জানা শিখতে হবে।’’

তার মধ্যে মানুষের মধ্যে আই ফোনের ব্যবহার বেড়েছে। এই নিয়ে প্রতিদিন নিত্য নতুন ফিচার আসছে। সেদিক থেকে দৈনিক পঠনপাঠন অনেক বদলাচ্ছে। কোনও বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের আরও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শহরের এই তরুণ শিল্পপতি। তিনি এও বলছেন, ‘‘মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে বেড়েছে, তাতে ক’দিন বাদে রোবটও সেটি ব্যবহার করবে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দেখা গেল, রোবটও মোবাইল সারিয়ে দিচ্ছে!’’